# প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

# প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

Bengali version of
**Convention on the Rights of Persons with Disabilities**

Published by
**United Nations Information Centre**
IDB Bhaban, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka, Bangladesh

Edited by
**M. Moniruzzaman,** Phd, UNIC, Dhaka
**M Zahid Hossain,** UNRC Office, Bangladesh

Published in September 2019

UNIC/PUB/2019/07-2000

Printed by : **Print Touch**

**প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন**

প্রকাশক
**জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র**
আইডিবি ভবন, শের-ই-বাংলা নগর
ঢাকা, বাংলাদেশ

সম্পাদনায়
**মো. মনিরুজ্জামান,** পিএইচডি
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
**মো. জাহিদ হোসেন**
বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী অফিস

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১৯

ইউনিক/প্রকাশ/২০১৯/০৭-২০০০

# ভূমিকা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশনটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে ১০৬নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে গৃহিত হয় এবং ৩০ মার্চ ২০০৭ সালে এটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত হয়। ৩ মে ২০০৮ সাল থেকে এ কনভেনশনটি কার্যকর হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন হলো একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের পাশাপাশি সেই অধিকারগুলোর প্রচার, সুরক্ষা এবং নিশ্চিতকরণের জন্য কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের বাধ্যবাধকতাগুলো চিহ্নিত করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজাত মর্যাদার প্রতি সম্মান সমুন্নত করা এবং সেই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ অন্যদের মত সমতার ভিত্তিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক, রাজনৈতিক অথবা যেকোনো ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা–এ কনভেনশনের উদ্দেশ্য।

এ কনভেনশনের ৫০টি ধারা বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের জন্য জাতিসংঘ কতৃর্ক বাংলায় অনুবাদ করা হলো।

সেপ্টেম্বর ২০১৯

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র<br>
ঢাকা, বাংলাদেশ

# প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন

## মুখবন্ধ

এই সনদে থাকা রাষ্ট্রগুলো,

ক. জাতিসংঘ সনদে ঘোষিত মূলনীতিগুলো স্মরণ করছে যেখানে বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি হিসেবে মানবসমাজের সবার মর্যাদা, গুরুত্ব এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে,

খ. মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে কোনো বিভেদ না রেখে সবার সব ধরনের অধিকারের বিষয়ে জাতিসংঘ যে ঘোষণা দিয়েছে, তা স্বীকার করে নিচ্ছে,

গ. সব ধরনের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সার্বজনীনত্ব, পারস্পরিক স্বাধীনতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কোনো বৈষম্য না করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে পূরণের বিষয়গুলো পুনর্ব্যক্ত করছে,

ঘ. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণে আন্তর্জাতিক সনদ, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন, নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মানহানিকর আচরণ বা সাজার বিরুদ্ধে কনভেনশন, শিশুর অধিকার বিষয়ক সনদ, এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক সনদের কথা স্মরণ করছে,

ঙ. স্বীকার করছে যে প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং ব্যক্তিগতভাবে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির ও দুর্বল ব্যক্তিদের মিথস্ক্রীয়ায় ও পরিবেশগত বাধার ফলাফল এই প্রতিবন্ধিতা, যা সমাজে অন্য আর সবার মতো ব্যক্তির পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়;

চ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে প্রচারণা, প্রস্তুতি ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য পদক্ষেপ নিতে বৈশ্বিক কর্মসূচির নির্দেশিকায় উল্লেখিত নীতি ও মূল

বিষয়গুলোর এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগের সমতা বিধান সংক্রান্ত বিধিগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করছে,

ছ. স্বীকার করছে যে প্রতিবন্ধী বিষয়ক মূলধারার ইস্যুগুলো টেকসই উন্নয়নের সংশ্লিষ্ট নীতিগুলোর অবিচ্ছেদ্য অংশ,

জ. এটাও স্বীকার করে নিচ্ছে, প্রতিবন্ধিতার কারণে যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যে কোনো প্রকার বৈষম্য ব্যক্তির জন্মগত মর্যাদা ও গুরুত্বের লঙ্ঘন,

ঝ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বৈচিত্রের বিষয়টিও স্বীকার করে নিচ্ছে,

ঞ. যেসব ব্যক্তির অধিকতর সহায়তা প্রয়োজন, তারাসহ সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকারের সুরক্ষা ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্বীকার করে নিচ্ছে,

ট. এসব বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে অন্য সবার মতো সমানভাবে অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং বিশ্বের সব জায়গাতেই তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে,

ঠ. প্রতিটা দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিচ্ছে,

ড. সার্বিকভাবে ভালো থাকতে ও সমাজের বৈচিত্র্যের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূল্যবান অবস্থান ও সম্ভাবনাময় অবদানের কথা, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিপূর্ণভাবে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতে প্রচারণায় এবং তাদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণে তারা যেমন নিজেদের উপস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে, একইভাবে সমাজে মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আসবে বলে স্বীকার করে নিচ্ছে,

ঢ. পছন্দ করার স্বাধীনতাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিচ্ছে,

ণ. নীতি ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকা উচিত বলেও মনে করছে,

ত. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ যে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক অথবা অন্যান্য মতামত, জাতীয়তা, জাতিসত্ত্বা কিংবা সামাজিক পরিচয়, সম্পত্তি, জন্ম, বয়স বা অন্যান্য অবস্থার কারণে বহুভাবে অথবা আরও মারাত্মক আকারে বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে, সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন,

দ. প্রতিবন্ধী নারী ও কিশোরীরা ঘরে ও বাইরে প্রায়ই সহিংসতা, আঘাত বা নিপীড়ন, উপেক্ষা বা অবহেলা, অসদাচরণ বা শোষণের বড় ঝুঁকিতে থাকে বলে স্বীকার করে নিচ্ছে,

ধ. প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য শিশুর মতোই মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা

পুরোপুরি পাওয়া উচিত বলে স্বীকার করে নিচ্ছে, এবং এই অধিকারপ্রাপ্তীর ক্ষেত্রে বাধাগুলো অপসারণে শিশু অধিকার সনদ অনুসারে রাষ্ট্রপক্ষগুলোর নেওয়া পদক্ষেপগুলো স্মরণ করছে,

ন. লিঙ্গ সমতার পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারণা চালাতে সার্বিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছে,

প. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকাংশই যে দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করে, তার ওপর আলোকপাত করছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর দারিদ্রের নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করার জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করছে,

ফ. মনে ধারণ করছে যে, জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিগুলোর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধার ভিত্তিতে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিস্থিতি এবং প্রায়োগিক মানবাধিকারের উপকরণগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূর্ণ সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য, বিশেষত সশস্ত্র সংঘাত ও বিদেশি দখলদারিত্বের ক্ষেত্রে,

ব. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূর্ণ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভৌতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ সুলভ হওয়ার গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিচ্ছে,

ভ. সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ওপর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিলে স্বীকৃত অধিকারগুলোর প্রচারণা ও অনুশীলনের দায়িত্বও রয়েছে বলে অনুধাবন করছে,

ম. পুরোপুরি নিশ্চিত যে, পরিবার সমাজের একটি প্রাকৃতিক ও মৌলিক গোষ্ঠী এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর পরিবারের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমানাধিকার নিশ্চিতে পরিবারের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সহযোগিতা পাওয়া উচিত,

য. পুরোপুরি নিশ্চিত যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা এবং তা প্রচারে সমন্বিত ও পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গভীর সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে এবং উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোয় নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সমান সুযোগ নিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের পক্ষে কথা বলবে।

কনভেনশনের ধারাসমূহ সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছানো গেছে।

# কনভেনশনের ধারাসমূহ

## ধারা-১
## উদ্দেশ্য

বর্তমান সনদের উদ্দেশ্য হলো প্রতিবন্ধী সব ব্যক্তির পূর্ণ ও সমানভাবে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত, সুরক্ষা ও এর পক্ষে প্রচারণা চালানো এবং তাদের সহজাত মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পক্ষে কথা বলা।

দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা ইন্দ্রিয়গত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যোগাযোগে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা অন্যদের সঙ্গে সমানভাবে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

## ধারা-২
## সংজ্ঞা

বর্তমান সনদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য:

'যোগাযোগ' বলতে ভাষাগত, লিখিত কোনো কিছু প্রদর্শন, ব্রেইল পদ্ধতি, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ, বড় আকারে মুদ্রিত লেখা, সুলভ বহুমাত্রিক মাধ্যমসহ লিখিত, অডিও, সহজ ভাষা, পাঠযন্ত্র এবং সুলভ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ যোগাযোগের জোরালো ও বিকল্প উপায়, পন্থা ও পদ্ধতি;

'ভাষা' হলো উচ্চারিত ও ইশারা ভাষা এবং কথ্য নয় এমন অন্য ভাষা;

'প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য' অর্থ হলো প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যে কোনো প্রকার ভেদাভেদ, বর্জন অথবা সীমাবদ্ধতা যার উদ্দেশ্যের কারণে বা প্রভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি, প্রাপ্তি অথবা অনুশীলন বাধাগ্রস্ত বা অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে। এর মধ্যে রয়েছে যৌক্তিক আবাসনপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করাসহ সব ধরনের বৈষম্য;

'যৌক্তিক আবাসনপ্রাপ্তি'র অর্থ হলো সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সব ধরনের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও অনুশীলন নিশ্চিত করতে অসম বা অযৌক্তিক বোঝা না চাপিয়ে যেখানে যেমনভাবে দরকার সেখানে সেভাবে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ সংস্কার ও সমন্বয়;

'সার্বজনীন পরিকল্পনা' হলো অভিযোজন বা বিশেষায়িত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাতিরেকে যতটা বৃহৎ পরিসরে সম্ভব ততটা পরিসরে সব মানুষের ব্যবহারযোগ্য পণ্য, পরিবেশ, কর্মসূচি ও সেবার পরিকল্পনা। 'সার্বজনীন পরিকল্পনা' সেই সব উপকরণ বর্জন করবে না যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো বিশেষ গোষ্ঠীগুলোর জন্য সহায়ক।

## ধারা-৩
## সাধারণ মূলনীতি

বর্তমান কনভেনশনের মূলনীতিগুলো হবে:

ক. ব্যক্তিগত পছন্দের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ সহজাত মর্যাদা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা;

খ. বৈষম্য না করা;

গ. সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ;

ঘ. মানব সমাজের বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের গ্রহণ করা;

ঙ. সমান সুযোগ;

চ. প্রবেশ যোগ্যতা;

ছ. পুরুষ ও নারীর সমতা;

জ. প্রতিবন্ধী শিশুদের উদ্ভাবনী সক্ষমতার প্রতি এবং তাদের নিজস্ব পরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

## ধারা-৪
## সাধারণ বাধ্যবাধকতা

১. প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি যেকোনো প্রকার বৈষম্য না করে তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা পূর্ণ অনুধাবন নিশ্চিত ও প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষগুলো। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষ যেসব পদক্ষেপ নেবে :

   ক. বর্তমান কনভেনশনে স্বীকৃত অধিকারগুলো বাস্তবায়নে সব ধরনের যথাযথ আইনি, প্রশাসনিক ও অন্যান্য পদক্ষেপ;

   খ. আইন প্রণয়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী প্রচলিত আইন, বিধান, প্রথা ও অনুশীলন সংস্কার বা রদসহ সব ধরনের যথাযথ পদক্ষেপ;

   গ. সব ধরনের নীতি ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবাধিকারের সুরক্ষা ও প্রচারের বিষয়টি বিবেচনা;

   ঘ. বর্তমান কনভেনশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য নয় এমন কর্মকাণ্ড বা অনুশীলন থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠান যাতে এই কনভেনশন অনুসারে কাজ করে, তা নিশ্চিত করা;

   ঙ. যেকোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য দূরীকরণে সব ধরনের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া;

   চ. এই কনভেনশনের ধারা-২-এর বর্ণনা অনুসারে সার্বজনীন পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য, সেবা, সরঞ্জাম ও সুবিধা উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া বা এ ধরনের কার্যক্রমে সহযোগিতা করা, যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে যতটা সম্ভব কম অভিযোজন করতে হয় ও সাশ্রয়ী হয়, এগুলোর সহজপ্রাপ্যতা ও ব্যবহার এবং মানদণ্ড ও নির্দেশিকা প্রস্তুতে সার্বজনীন পরিকল্পনার প্রচারণা চালানো;

ছ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, ভ্রাম্যমান সহায়তা, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তিসহ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা এবং এগুলোর সহজপ্রাপ্যতা ও ব্যবহার নিশ্চিতে পদক্ষেপ গ্রহণ বা প্রচারণা চালানো, সুলভ মূল্যে প্রযুক্তিপ্রাপ্তিকে প্রাধান্য দেওয়া;

জ. নতুন প্রযুক্তিসহ ভ্রাম্যমান সহায়তা, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি এবং অন্য আরও সহায়তা, সহায়ক সেবা ও সুবিধার ব্যাপারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সরবরাহ;

ঝ. এই সনদে স্বীকৃত অধিকারে নিশ্চিত করা সহায়তা ও সেবার মানন্নোয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা পেশাদার ব্যক্তি ও কর্মীদের ওই অধিকারের বিষয়ে প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া।

২. এসব অধিকার অটলভাবে পুরোপুরি অর্জনের লক্ষ্যে, এই কনভেনশনে উল্লেখিত বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে, যা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগযোগ্য, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাঠামোর আওতায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটা রাষ্ট্র নিজের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেবে।

৩. এই কনভেনশনে বাস্তবায়নে আইন ও নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী শিশুসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে নিবীড়ভাবে আলোচনা ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

৪. এই কনভেনশনের কোনো কিছুই এমন কোনো বিধানকে বাধাগ্রস্ত করবে না, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার অনুধাবনে অপেক্ষাকৃত বেশি সহায়ক এবং ওই বিধান রাষ্ট্রপক্ষের আইনে বা ওই রাষ্ট্রের জন্য প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। এই কনভেনশনের স্বীকৃতি দেয়নি বা কম পরিসরে স্বীকৃতি দিয়েছে– এমন অজুহাতে কনভেনশনের কোনো রাষ্ট্রপক্ষ আইন, সনদ, বিধান বা প্রথার মাধ্যমে স্বীকৃত বা প্রচলিত মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ বা খর্ব করতে পারবে না।

৫. কোনো রকম সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রমের সুযোগ না রেখে বর্তমান কনভেনশনের বিধানগুলো রাষ্ট্রের সব অংশে বাস্তবায়ন করতে হবে।

## ধারা-৫

## সমতা ও বৈষম্য না করা

১. রাষ্ট্রপক্ষগুলো স্বীকার করে যে সব মানুষেরই সমান এবং আইনের মাধ্যমে বৈষম্যের স্বীকার না হয়ে সমান সুরক্ষা পাওয়ার ও সমান সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধকতার ভিত্তিতে যেকোনো প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করবে এবং যেকোনো অবস্থাতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান ও কার্যকর আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

৩. সমতা প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্রপক্ষগুলো যৌক্তিক আবাসস্থল নিশ্চিত করতে সব ধরনের যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

৪. বর্তমান কনভেনশনের শর্তাবলীর আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কার্যত সমতা অর্জন বা তরান্বিত করতে নেওয়া প্রয়েজনীয় বিশেষ পদক্ষেপগুলোকে বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

## ধারা-৬
## প্রতিবন্ধী নারী

১. রাষ্ট্রপক্ষগুলো স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী নারী ও কিশোরীরা বহুমাত্রিক বৈষম্যের শিকার এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সব ধরনের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতে পদক্ষেপ নেবে।
২. বর্তমান কনভেনশনে উল্লেখিত নারীদের সব ধরনের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে নারীর পূর্ণ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়নে যথাযথ সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো।

## ধারা-৭
## প্রতিবন্ধী শিশু

১. অন্য শিশুদের মতো প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যও সব ধরনের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সমানভাবে নিশ্চিতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে।
২. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য গৃহীত সব ধরনের পদক্ষেপে ওই শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থ হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়।
৩. প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মত প্রকাশের অধিকার, বয়স ও পরিপক্কতার ভিত্তিতে অন্য শিশুদের মতো তাদেরও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমান গুরুত্বারোপ এবং তাদের নিজেদের অধিকার অনুধাবনে প্রতিবন্ধিতা ও বয়স অনুপাতে যথাযথ সহায়তা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো।

## ধারা-৮
## সচেতনতা বৃদ্ধি

১. রাষ্ট্রপক্ষগুলো নিম্নোক্ত তাৎক্ষণিক, কার্যকর ও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব নেবে :
   ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপারে ও তাদের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা অর্জনে পারিবারিক পর্যায়সহ সমাজের সব পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
   খ. জীবনের সব ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও বয়সসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট আচরণ, অন্যায্য আচরণ ও ক্ষতিকর অনুশীলন মোকাবিলা;
   গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা ও অবদানের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।
২. এ ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হবে:
   ক. কার্যকর জনসচেতনতা সৃষ্টিকারী প্রচারণার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী প্রচারণা অব্যাহত রাখা:
      ১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের ব্যাপারে নতুন পরিকল্পনা বিবেচনা করা বা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যত্নশীল হওয়া;

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপারে ইতিবাচক সচেতনতা ও বৃহত্তর সামাজিক সচেতনতাকে উৎসাহ দেওয়া;
৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা, মেধা ও সক্ষমতার এবং কর্মক্ষেত্রে ও শ্রমবাজারে তাদের অবদানের স্বীকৃতিকে উৎসাহিত করা;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়টি সব শিশুদের একেবারে অল্প বয়স থেকে শেখাতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে এই বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;

গ. বর্তমান কনভেনশনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংবাদমাধ্যমের সব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তুলে ধরতে উৎসাহিত করতে হবে;

ঘ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কিত ও তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা।

## ধারা-৯
## প্রবেশ যোগ্যতা

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন ও জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে অন্য সবার মতো তাদের জন্যও সমান তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিসহ ভৌত পরিবেশ, পরিবহন, তথ্য ও যোগাযোগ সুলভ করতে এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনগণের জন্য দেওয়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। অন্যান্য বিষয়াদির সঙ্গে প্রবেশ যোগ্যতার বাধা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত ও দূরীকরণে যেসব ক্ষেত্রে এসব পদক্ষেপ নিতে হবে:

ক. ভবন, সড়ক, পরিবহন এবং বিদ্যালয়, আবাসন, চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র ও কর্মক্ষেত্রসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ও বাইরের স্থাপনা;

খ. ইলেক্ট্রনিক সেবা ও জরুরি সেবাসহ তথ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য সেবা।

২. রাষ্ট্রপক্ষগুলো আরও যেসব যথাযথ পদক্ষেপ নেবে:

ক. জনগণকে দেওয়া সেবা ও সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড ও নির্দেশিকা প্রণয়ন, প্রচার ও এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা;

খ. জনগণকে দেওয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা ও সুবিধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সব ক্ষেত্রে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশ যোগ্যতার বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ দেওয়া;

ঘ. ভবন ও অন্যান্য স্থাপনায় জনসমক্ষে থাকা সাইনবোর্ডে ব্রেইল পদ্ধতি এবং সহজে পড়ার ও বোঝার মতো ব্যবস্থা রাখা;

ঙ. নির্দেশিকা, পাঠযন্ত্র ও প্রতীকী ভাষা পাঠে পেশাদার ব্যক্তিসহ জীবনযাপনে সহায়তা ও মধ্যস্থতাকারী সরবরাহ এবং সবার জন্য উন্মুক্ত যেকোনো ভবন ও অন্যান্য স্থাপনায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি;

চ. তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্যান্য যথাযথ সহায়তা ও সহযোগিতা দেওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা;

ছ. ইন্টারনেটসহ নতুন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং ব্যবস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও ব্যবহারের সুযোগ দেওয়াকে উৎসাহিত করা;

জ. প্রাথমিক পর্যায়ে সুলভ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং ব্যবস্থার পরিকল্পনা, উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিতরণকে উৎসাহিত করা, যাতে এসব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা ন্যূনতম ব্যয়ে পাওয়া যায়।

## ধারা-১০
## জীবনের অধিকার

রাষ্ট্রপক্ষগুলো পুনর্নিশ্চিত করছে যে প্রতিটা মানুষেরই জীবনের প্রতি সহজাত অধিকার রয়েছে এবং অন্য সবার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সমানভাবে এই অধিকার কার্যকরভাবে ভোগ করা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে।

## ধারা-১১
## ঝুঁকি ও মানবিক জরুরি পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারসহ আন্তর্জাতিক আইনের সব বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে রাষ্ট্রপক্ষগুলো সশস্ত্র সংঘাত, মানবিক জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ ঝুঁকির পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

## ধারা-১২
## আইন অনুসারে সমস্বীকৃতি

১. রাষ্ট্রপক্ষগুলো পুনর্নিশ্চিত করছে যে আইন অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সবক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে;

২. জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অন্য সবার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সমান আইনি সক্ষমতা রয়েছে বলে স্বীকৃতি দেবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো;

৩. নিজেদের আইনি সক্ষমতা অনুশীলনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো যথাযথ পদক্ষেপ নেবে;

৪. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুসারে যেকোনো প্রকার নিপীড়ন প্রতিরোধে যথাযথ ও কার্যকর সুরক্ষা দিতে আইনি সক্ষমতার অনুশীলনে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো। এ ধরনের রক্ষাকবচ ব্যক্তির অধিকার, ইচ্ছা ও পছন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আইনি সক্ষমতার অনুশীলনে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও প্রভাবহীন, সমানুপাতিক ও ব্যক্তির পরিস্থিতির উপযোগী, যতটা সম্ভব স্বল্পতর সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে, যা একটি উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ বা বিচারিক কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকবে। এই রক্ষাকবচ ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থকে প্রভাবিত করা বিষয়াদির সমানুপাতিক মাত্রার হবে;

৫. এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকারী হওয়ার, নিজেদের আর্থিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্য যে কোনো ধরনের আর্থিক ঋণ পাওয়া নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ যেন নির্বিচারে সম্পত্তি বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করবে;

## ধারা-১৩
## সুবিচারপ্রাপ্তি

১. রাষ্ট্রপক্ষগুলো তদন্ত ও অন্যান্য প্রাথমিক পর্যায়সহ সব ধরনের আইনি প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষী হওয়াসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে অন্যদের মতো তাদের জন্যও প্রক্রিয়াগত ও বয়স অনুযায়ী যথাযথ বিষয়াদিসহ সমান কার্যকর বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকর বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো পুলিশ ও কারা কর্মীসহ বিচারিক প্রশাসনে কর্মরত সবার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের আয়োজনকে উৎসাহিত করবে।

## ধারা-১৪
## ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

১. রাষ্ট্রপক্ষগুলো অন্যদের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সমানভাবে নিশ্চিত করবে:
   ক. ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা;
   খ. তাদের স্বাধীনতা বেআইনিভাবে বা নির্বিচারে হরণ করা যাবে না, এবং আইন অনুসারে স্বাধীনতার যেকোনো প্রকার খর্ব হওয়া ও যেকোনো প্রকার অক্ষমতাকে কোনোভাবেই স্বাধীনতার হরণ হিসেবে ন্যায্যতা দেওয়া যাবে না;
২. যেকোনো প্রক্রিয়ায় যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনতা খর্বিত হয়, তাহলে রাষ্ট্রপক্ষগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুসারে অন্যদের মতো তাদেরও সমান নিশ্চয়তা দেবে এবং যৌক্তিক ব্যবস্থার ধারাগুলোসহ বর্তমান সনদের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি অনুসারে তাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবে।

## ধারা-১৫
## নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মানহানিকর আচরণ অথবা সাজা থেকে সুরক্ষা

১. নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মানহানিকর আচরণ অথবা সাজার শিকার হবে না কেউই। বিশেষ করে, কারও সম্মতি ছাড়া চিকিৎসা বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার লক্ষ্যে পরিণত হবে না।

২. অন্যদের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপরও নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মানহানিকর আচরণ অথবা সাজা প্রতিরোধে রাষ্ট্রপক্ষগুলো সমতার ভিত্তিতে কার্যকর আইনি, প্রশাসনিক, বিচারিক বা অন্যান্য পদক্ষেপ নেবে।

## ধারা-১৬
## শোষণ, সহিংসতা ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা

১. ঘরে ও বাইরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লিঙ্গভিত্তিক পরিপ্রেক্ষিতসহ যেকোনো প্রকার শোষণ, সহিংসতা ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো যথাযথ সব ধরনের আইনি, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক ও অন্যান্য পদক্ষেপ নেবে।

২. সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নিপীড়ন প্রতিরোধে এসব ঘটনা চিহ্নিত, এড়ানো ও এ ব্যাপারে অবহিত করার উপায় তথ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে শেখানোসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও দেখাশোনা করা ব্যক্তিদের লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক সহযোগিতা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে যথাযথ সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো। বয়স, লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে সুরক্ষা সেবা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো।

৩. যেকোনো ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নিপীড়নের ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সব ধরনের সুবিধা ও কর্মসূচি স্বাধীন কর্তৃপক্ষের কার্যকর নজরদারির আওতায় পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো।

৪. যেকোনো প্রকার শোষণ, সহিংসতা বা নিপীড়নের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মনোস্তাত্ত্বিক ও মানসিক আরোগ্য, পুনর্বাসন ও সামাজিক পুনঃঅন্তর্ভুক্তিকরণ উৎসাহিত করতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো সুরক্ষা সেবাসহ যথাযথ সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে। এ ধরনের আরোগ্য ও পুনঃঅন্তর্ভূক্তিকরণ হতে হবে এমন পরিবেশে যেখানে স্বাস্থ্য, কল্যাণ, আত্মসম্মান, মর্যাদা ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করা হয় এবং লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলোকে আমলে নেয়।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর হওয়া শোষণ, সহিংসতা ও নিপীড়নের ঘটনাবলী চিহ্নিত, তদন্ত এবং প্রযোজনে বিচারের জন্য নারী ও শিশুদের সহায়ক আইন ও নীতিসহ রাষ্ট্রপক্ষগুলো কার্যকর আইন ও নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবে।

## ধারা-১৭
## ব্যক্তির সত্তার সুরক্ষা

অন্যদের মতো প্রতিটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও সমানভাবে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

## ধারা-১৮
## চলাচলের স্বাধীনতা ও জাতীয়তা

১. রাষ্ট্রপক্ষগুলো অন্যদের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সমান চলাচলের স্বাধীনতা, আবাস পছন্দের স্বাধীনতা ও জাতীয়তার স্বীকৃতি দেবে। এর সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে:

ক. জাতীয়তা অর্জন ও পরিবর্তনের অধিকার রয়েছে এবং নির্বিচারে বা অক্ষমতার কারণে তাদের জাতীয়তা হরণ করা যাবে না;

খ. অক্ষমতার কারণে তাদের জাতীয়তা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বা পরিচয় সংক্রান্ত অন্য নথিপত্র প্রাপ্তি, রাখা ও ব্যবহারের ক্ষমতা হরণ করা যাবে না, অথবা অভিবাসন প্রক্রিয়াসহ সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় বাধা দেওয়া যাবে না, যে সুবিধা হয়তো তাদের চলাচলের স্বাধীনতার অধিকার অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন;

গ. নিজেদের দেশসহ যেকোনো দেশ অবাধে ত্যাগ;

ঘ. নির্বিচারে বা প্রতিবন্ধিতার কারণে তাদের নিজ দেশে প্রবেশের অধিকার হরণ করা যাবে না।

২. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্মের পরপরই নিবন্ধন করাতে হবে এবং তাদের জন্মের পরই নামকরণের অধিকার, জাতীয়তার অধিকার এবং যত দূর সম্ভব জানার অধিকার ও মা-বাবা কর্তৃক যত্ন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

## ধারা-১৯
## স্বাধীনভাবে বসবাস ও সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়া

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার পাশাপাশি বর্তমান কনভেনশনের রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্যদের মতো সমানভাবে পছন্দ করার সুযোগ দেওয়াসহ সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে সমানাধিকারের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেবে এবং এই অধিকার পুরোপুরি ভোগ করতে ও সমাজে পূর্ণরূপে অন্তর্ভূক্তিকরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেবে:

ক. অন্যদের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও বসবাসের জায়গা এবং কোথায় ও কার সাথে বসবাস করা হবে তা পছন্দ করার সুযোগ দিতে হবে এবং তারা সুনির্দিষ্টভাবে আয়োজন করা ব্যবস্থায় বাস করতে বাধ্য থাকবে না;

খ. সমাজে অন্তর্ভূক্তিকরণ ও জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিগত সহায়তাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পারিবারিক, আবাসিক ও অন্যান্য সামাজিক সহায়ক সেবাগুলো প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং সমাজে একঘরে বা বিচ্ছিন্নকরণ প্রতিরোধ করা;

গ. সাধারণ মানুষের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সমান সামাজিক সেবা ও সুবিধা দেওয়া এবং প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া।

## ধারা-২০
## ব্যক্তিগত চলাচল

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোসহ রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাসম্ভব স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তিগত চলাচল নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে:

ক. সাশ্রয়ী খরচে ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পছন্দ অনুযায়ী সময়ে যথাযথভাবে ব্যক্তিগত চলাচলের সুবিধা;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মানসম্মত ভ্রাম্যমাণ সহায়তা, সরঞ্জাম, সহায়ক প্রযুক্তি এবং সুলভে জীবনযাপনের সহায়তা ও উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের দক্ষতা বিষয়ে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

ঘ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য সহায়ক উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চলাচলের সার্বিক বিষয় মাথায় রেখে কাজ করতে উৎসাহিত করা।

## ধারা-২১
## মতপ্রকাশ ও তথ্যপ্রাপ্তির স্বাধীনতা

রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্যদের মতো সমতার ভিত্তিতে এবং বর্তমান কনভেনশনের ধারা-২-এ বর্ণিত তাদের যোগাযোগের সব ধরনের পছন্দের মাধ্যমে তথ্য ও পরিকল্পনা চাওয়ার, পাওয়ার ও জানানোর স্বাধীনতাসহ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোসহ যথাযথ সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে:

ক. জনসাধারণকে জানানোর মতো তথ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও তাদের জন্য প্রযোজ্য উপায়ে ও যার যে ধরনের প্রতিবন্ধকতা, তাকে সে ধরনের প্রযুক্তির মাধ্যমে যথাসময়ে ও অতিরিক্ত খরচ ব্যাতিরেকে জানাতে হবে;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতীকী ভাষা, ব্রেইল পদ্ধতি, বৃহত্তর পরিসর ও বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যোগাযোগের অন্য সব ধরনের পদক্ষেপ, ব্যবস্থা ও মাধ্যম গ্রহণ ও ব্যবস্থা করা;

গ. ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সেবা দেওয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও তাদের ব্যবহারযোগ্য উপায়ে তথ্য ও সেবা দেওয়ার আহ্বান জানানো;

ঘ. ইন্টারনেটে তথ্য সরবরাহকারীসহ গণমাধ্যমকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও সেবা নিশ্চিত করতে উৎসাহ দেওয়া;

ঙ. প্রতীকী ভাষার ব্যবহারকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দেওয়া।

## ধারা-২২
## গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

১. বসবাসের জায়গা বা বসবাসের ব্যবস্থাসহ কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বাড়ি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বা অন্য যেকোনো প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নির্বিচারে বা বেআইনিভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে না অথবা তার সম্মান ও মর্যাদায় কোনো বেআইনি আক্রমণ করা যাবে না। এ ধরনের হস্তক্ষেপ আক্রমণ থেকে আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রয়েছে।

২. অন্যদের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সমানভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন তথ্যের সুরক্ষা দেবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো।

## ধারা-২৩
## আবাস ও পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা

১. বিয়ে, পরিবার, অভিভাবকত্ব ও সম্পর্কের বিষয়ে অন্য সবার মতো সমতার ভিত্তিতে বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ও যথাযথ পদক্ষেপ নেবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো। এগুলো নিশ্চিতে এ ধারায় আলোচিত পদক্ষেপগুলো নিতে হবে:
   ক. সঙ্গীর স্বাধীন পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ের বয়স হয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিয়ে ও পরিবার গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে;
   খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধে ও দায়িত্ব নিয়ে সন্তান নেওয়ার সংখ্যা ও সময় নির্ধারণ এবং বয়সভিত্তিক তথ্য, প্রজণন ও পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা পাওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের এসব অধিকার ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে;
   গ. প্রতিবন্ধী শিশুসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্য সবার মতো সমান প্রজণনের অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকারত্ব, তত্ত্বাবধায়কত্ব, সন্তান গ্রহণ বা এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও দায়িত্বপালন নিশ্চিত করবে, যেখানে এসব ধারণা জাতীয় আইন অনুমোদিত; সবগুলো ক্ষেত্রেই শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। শিশুদের লালনপালনের দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ সহায়তা দেবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো।

৩. রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের পারিবারিক জীবনে সমানাধিকার নিশ্চিত করবে। এসব অধিকার অনুধাবন এবং সমস্যা আড়াল করার প্রবণতা, পরিত্যাগ, উপেক্ষা ও অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখার প্রবণতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রপক্ষগুলো আগেভাগেই সমন্বিতভাবে প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পরিবারকে তথ্য, সেবা ও সহায়তা সরবরাহ করতে পদক্ষেপ নেবে।

৪. শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ বিবেচনায় প্রায়োগিত আইন ও প্রক্রিয়া অনুসারে বিচারিক পর্যালোচনা ব্যাতিরেকে শিশুদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মা-বাবার থেকে যেন আলাদা করা না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো। শিশু বা বাবা-মার যে কোনো একজন কিংবা উভয়ের প্রতিবন্ধিতা থাকলেও কেবলমাত্র এই প্রতিবন্ধিতার কারণে শিশুকে তার মা-বাবার থেকে আলাদা করা যাবে না।

৫. পরিবার যদি প্রতিবন্ধী শিশুর যত্ন নিতে না পারে, তাহলে বৃহত্তর পারিবারিক পরিসরে এবং এ ধরনের উদ্যোগ ব্যর্থ হলে সামাজিক পরিসরে পারিবারিক ব্যবস্থায় বিকল্প যত্নের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো।

## ধারা-২৪
## শিক্ষা

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি দেবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো। বৈষম্যহীনভাবে এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে এই অধিকারের স্বীকৃতি দিতে

রাষ্ট্রপক্ষগুলো সব পর্যায়ে অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা করবেঃ

ক. মানুষের সম্ভাবনা ও মর্যাদাবোধ এবং আত্মসম্মানবোধ পুরোপুরি গড়ে তোলা এবং মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জোরদার করা;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের পুরো সম্ভাবনার ভিত্তিতে ব্যক্তিত্ব, মেধা ও সৃজনশীলতা গঠনসহ তাদের মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা তৈরি;

গ. মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২. এই অধিকার অনুধাবন করে রাষ্ট্রপক্ষগুলো নিম্নোক্ত বিষয়গুলে নিশ্চিত করবেঃ

ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার কারণে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিবন্ধিতার কারণে বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, অথবা মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না;

খ. সমাজের অন্য সবার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভূক্তিমূলক, মানসম্মত ও বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে;

গ. ব্যক্তির চাহিদার ভিত্তিতে যৌক্তিক আবাসের ব্যবস্থা করা;

ঘ. কার্যকর শিক্ষার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

ঙ. পুরোপুরি অন্তর্ভূক্তিকরণের লক্ষ্য অর্জনে এমন পরিবেশে কার্যকর স্বতন্ত্র সহায়ক পদক্ষেপ নেওয়া, যা শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের পরিসরকে যথাসম্ভব বৃহত্তর করে।

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন ও সামাজিক উন্নয়ন দক্ষতা অর্জনে রাষ্ট্রপক্ষগুলো পদক্ষেপ নেবে, যাতে তারা শিক্ষায় ও সমাজের সদস্য হিসেবে পরিপূর্ণ ও সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষগুলো নিম্নোক্ত বিষয়গুলোসহ যথাযথ পদক্ষেপ নেবেঃ

ক. যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্রেইল পদ্ধতি, বিকল্প লিপি, বৃহত্তর ও বিকল্প ব্যবস্থা, উপায় ও মাধ্যম শেখার এবং মূল্যবোধ ও চলাচলের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি, এবং সহায়তা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

খ. প্রতীকী ভাষা শিক্ষার এবং বধিরদের জন্য ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা করা;

গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশু, যারা অন্ধ, বধির বা উভয়ই, তাদের জন্য যথাযথ ভাষায় এবং ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত যোগাযোগের ধরণ ও ব্যবস্থায় শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং তা এমন পরিবেশে করা, যেন শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের পরিসর যথাসম্ভব বেশি হয়।

৪. এই অধিকার অনুধাবনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী শিক্ষকসহ প্রতীকী ভাষা এবং/অথবা ব্রেইল পদ্ধতিতে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগে পদক্ষেপ নেবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সব পর্যায়ের পেশাদার ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণে অক্ষমতার বিষয়ে সচেতনতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যোগাযোগ, শিক্ষা কৌশল ও উপকরণ সহায়তা দিতে বৃহত্তর পরিসরে ও বিকল্প পদ্ধতি, ব্যবস্থা ও উপায়ের বিষয়গুলো থাকবে।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যদের মতো সমতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্রপক্ষগুলো। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যৌক্তিক আবাসন নিশ্চিত করবে।

## ধারা-২৫

## স্বাস্থ্য

রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো বৈষম্য ছাড়া সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানদণ্ডের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসনসহ লিঙ্গ সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো সব ধরনের যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। বিশেষত রাষ্ট্রপক্ষগুলো নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নিশ্চিত করবে:

ক. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাভিত্তিক জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্যদের মতো একই ধরনের, মানসম্পন্ন ও বিনামূল্যে বা সুলভ স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসূচি নিশ্চিত করা;

খ. আশু চিহ্নিতকরন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার তার কারণে বিশেষভাবে ওই সব স্বাস্থ্য সেবা এবং শিশু ও বয়োবৃদ্ধসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস ও পরবর্তীতে আরও প্রতিবন্ধিতা তৈরি হওয়া প্রতিরোধে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে;

গ. প্রত্যন্ত এলাকাসহ জনসমাজের যতটা কাছে সম্ভব এসব স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

ঘ. অন্যদের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও বিনামূল্যে ও অনুমোদিত তথ্য প্রদানসহ সমান মানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যসেবা দানকারী পেশাদার নিয়োগ। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবাধিকার, মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলোয় প্রশিক্ষণ এবং সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতে নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে সচেতনতা বৃদ্ধি;

ঙ. যেখানে আইনের মাধ্যমে বিমা অনুমোদিত, সেখানে স্বাস্থ্য বিমা ও জীবন বিমায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈষম্যকারী বিধান নিষিদ্ধ করা। সুষ্ঠু ও যৌক্তিক উপায়ে বিমা সেবা নিশ্চিত করতে হবে;

চ. প্রতিবন্ধিতার কারণে স্বাস্থ্য সেবা বা স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে কিংবা খাদ্য ও তরলের সরবরাহ প্রাপ্তি থেকে বৈষম্যমূলকভাবে বঞ্চিত করা প্রতিরোধ করা।

## ধারা-২৬
## আবাসন ও পুনর্বাসন

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ ভৌতিক, মানসিক, সামাজিক ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন ও তা অব্যাহত রাখা এবং জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে পুরোপুরি অন্তর্ভূক্তিকরণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো সহায়তা দেওয়াসহ কার্যকর ও যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষ দক্ষতা গঠন ও পুনর্বাসন সেবা ও কর্মসূচির আয়োজন, জোরদার ও পরিসর বৃদ্ধি করবে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সামাজিক সেবায় এসব সেবা ও কর্মসূচি এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন:

ক. যথাসম্ভব প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু হয় এবং ব্যক্তির চাহিদা ও শক্তির বহুমাত্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে হয়;

খ. সমাজে ও সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভূক্তিকরণে সহায়তা দেওয়া এবং এই সহায়তা যেন প্রত্যন্ত এলাকাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজের সমাজের যতটা সম্ভব কাছে হয়, তা নিশ্চিত করা।

২. রাষ্ট্রপক্ষগুলো দক্ষতা গঠন ও পুনর্বাসন সেবায় নিয়োজিত পেশাদার ও কর্মীদের প্রাথমিক উন্নয়নে উৎসাহ দেবে এবং প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দক্ষতা গঠন ও পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট সহায়ক উপকরণ ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, এ সংক্রান্ত জ্ঞান ও ব্যবহার কৌশল সুলভ করবে।

## ধারা-২৭
## কাজ ও কর্মসংস্থান

১. রাষ্ট্রপক্ষগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্যদের মতো সমানভাবে কাজের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে; এর মধ্যে রয়েছে অবাধে পছন্দ করা কাজের সুযোগের অধিকার অথবা শ্রমবাজারে গ্রহণযোগ্যতা এবং উন্মুক্ত, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুলভ কর্মপরিবেশ। রাষ্ট্রপক্ষগুলো আইন প্রণয়নসহ যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে কাজ-সংশ্লিষ্ট ঘটনায় অক্ষম হওয়া ব্যক্তিসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের অধিকারের সুরক্ষা দেবে এবং উৎসাহিত করবে। এছাড়া:

ক. নিয়োগের শর্তাবলী, নিয়োগ, কাজ অব্যাহত রাখা, কর্মজীবনের অগ্রগতি এবং নিরাপদ ও ভালো কর্মপরিবেশসহ কাজের যেকোনো ধরনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা;

খ. সমান সুযোগ ও সমমানের কাজের জন্য সমান সম্মানীসহ সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে অন্যদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও অধিকার রক্ষা করা এবং হয়রানি থেকে রক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিকারসহ নিরাপদ ও ভালো কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা;

গ. অন্যদের মতো সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও যেন শ্রম ও কর্মীসংঘের অধিকার অনুশীলন করতে পারে, তা নিশ্চিত করা;

ঘ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন সাধারণ প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা কর্মসূচি, কাজ অনুসন্ধানের সেবা এবং কারিগরি ও অব্যাহত প্রশিক্ষণে কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে, তা নিশ্চিত করা;

ঙ. কাজের সন্ধান, প্রাপ্তি, ধরে রাখা ও কাজে প্রত্যাবর্তনসহ শ্রম বাজারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মজীবন এগিয়ে নেওয়ার বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করা;

চ. আত্মনির্ভরশীল হওয়া, উদ্যোক্তা হওয়া, সমবায়মূলক কার্যক্রম গড়ে তোলা এবং নিজের ব্যবসা শুরুর ওপর উৎসাহ দেওয়া;

ছ. সরকারি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ;

জ. ইতিবাচক কার্যকর কর্মসূচি, প্রণোদনা ও অন্যান্য পদক্ষেপসহ যথাযথ নীতি ও পদক্ষেপের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করা;

ঝ. কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যৌক্তিক আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত করা;

ঞ. উন্মুক্ত শ্রমবাজারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনকে ৎসাহিত করা;

ট. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কারিগরি ও পেশাদার পুনর্বাসন, কাজ অব্যাহত রাখা ও কাজে প্রত্যাবর্তন কর্মসূচিকে উৎসাহিত করা।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন দাসত্ব বা বশ্যতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হয়ে পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে। সেই সঙ্গে তাদের অন্যদের মতো সমানভাবে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে সুরক্ষা দিতে হবে।

## ধারা-২৮
## জীবনযাপন ও সামাজিক সুরক্ষার পর্যাপ্ত মানদণ্ড

১. পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক ও আবাসনসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন জীবনযাপনের অধিকার এবং জীবনযাপনের অব্যাহত মানোন্নয়নের কথা স্বীকার করে রাষ্ট্রপক্ষগুলো এবং এই অধিকারের অনুধাবনকে প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য না করে রক্ষা ও উৎসাহিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি স্বীকার করে রাষ্ট্রপক্ষগুলো এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে এই অধিকার ভোগে কোনো বৈষম্য যেন না হয়, সে ব্যাপারে এবং এই অধিকারের সুরক্ষা ও তা মেনে চলায় পদক্ষেপ নেওয়াসহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে:

ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমভাবে সুপেয় পানি সরবরাহ সেবা নিশ্চিত করা এবং প্রতিবন্ধকতা-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে যথাযথ ও সুলভ সেবা, উপকরণ ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করা;

খ. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশু এবং বয়োঃবৃদ্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভূক্তিকরণ নিশ্চিত করা;

গ. দারিদ্রের মধ্যে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারকে রাষ্ট্রের কাছ থেকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, আর্থিক সহায়তা ও অবকাশসেবাসহ অক্ষমতা-সংশ্লিষ্ট ব্যয় বহনের খরচপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

ঘ. সরকারি আবাসন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা;

ঙ. অবসর ভাতা ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

## ধারা-২৯
## রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অধিকার এবং অন্যদের মতো সমানভাবে এই অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা দেবে এবং নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেবে:

ক. ভোটের ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ও সুযোগসহ প্রত্যক্ষভাবে অথবা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও অন্যদের মতো সমানভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে কার্যকরভাবে ও পুরোপুরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এ ছাড়া:

১. ভোট প্রক্রিয়া, আয়োজন ও উপকরণ যথাযথ, সুলভ এবং সহজে বোধগম্য ও ব্যবহারযোগ্য হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভয়ভীতিহীনভাবে নির্বাচনে ও গণভোটে গোপনে ব্যালটে ভোট প্রদানের এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার, কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন ও সরকারের সব পর্যায়ে জনকর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকারের সুরক্ষা এবং যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে সহায়ক ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্বাচক হিসেবে ইচ্ছা প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া এবং এ ক্ষেত্রে যখন প্রয়োজন, তাদের অনুরোধ সাপেক্ষে পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন বৈষম্যহীনভাবে অন্যদের মতো সমানভাবে কার্যকরভাব ও পুরোপুরি জনসংযোগ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে, সে জন্য কার্যকরভাবে পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়কে উৎসাহিত করতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলোসহ জনসংযোগে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দিতে হবে:

১. দেশের জন ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন ও সংঘে এবং রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

২. আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন গড়ে তোলা ও তাদের অংশগ্রহণ।

## ধারা-৩০

## সাংস্কৃতিক জীবন, বিনোদন, অবসর উপভোগ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

১. সাংস্কৃতিক জীবনে অন্য সবার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সমানভাবে অংশগ্রহণের অধিকারের কথা স্বীকার করে রাষ্টপক্ষগুলো এবং এটি নিশ্চিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে:

   ক. সাংস্কৃতিক উপকরণ সুলভে সহজবোধ্যভাবে উপভোগ নিশ্চিত করা;

   খ. টেলিভিশন অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র, মঞ্চ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সহজ উপায়ে অংশগ্রহণ ও উপভোগ নিশ্চিত করা;

   গ. মঞ্চ, জাদুঘর, সিনেমা, গ্রন্থাগার ও পর্যটন সেবাসহ সাংস্কৃতিক দক্ষতা বা সেবা উপস্থাপনের স্থানে প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং যতটা সম্ভব মিনার ও জাতীয় সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সহজে প্রবেশ নিশ্চিত করা।

২. কেবল নিজেদের লাভের জন্য নয়, সমাজের সমৃদ্ধির জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনার উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

৩. সাংস্কৃতিক উপকরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ রক্ষার অধিকার আইন যেন কোনো প্রকার অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, তা নিশ্চিতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো আন্তর্জাতিক আইন মেনে সব ধরনের যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

৪. প্রতীকী ভাষা ও বধির সংস্কৃতিসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও অন্যদের মতো সমানভাবে নিজেদের সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয় চেনার ও এ বিষয়ে সহায়তা দেওয়ার বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্যদের মতো সমানভাবে বিনোদন, অবসর উপভোগ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডের সুযোগ করে দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষগুলো যথাযথ পদক্ষেপ নেবে:

   ক. মূলধারার সর্বস্তরের ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে যথাসম্ভব পরিপূর্ণভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং এর জন্য প্রচারণা চালানো;

   খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবন্ধীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রীড়ামূলক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড আয়োজন, পরিচালনা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুযোগ দেওয়া এবং অন্যদের মতো সমানভাবে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করতে যথাযথ নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা;

   গ. খেলাধুলা, বিনোদন ও পর্যটন কেন্দ্রগুলোয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনাবাধায় প্রবেশ নিশ্চিত করা;

   ঘ. বিদ্যালয় ব্যবস্থার কর্মকাণ্ডসহ খেলাধুলা, বিনোদন ও অবসর এবং ক্রীড়ামূলখ কর্মকাণ্ডে অন্য শিশুদের মতো সমানভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

   ঙ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিনোদন, পর্যটন, অবসর উপভোগ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ড আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা নিশ্চিত করা।

## ধারা-৩১
## পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ

১. বর্তমান কনভেনশনের জন্য রাষ্ট্রপক্ষগুলো পরিসংখ্যান ও গবেষণা তথ্যসহ যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো সূত্রবদ্ধ ও নীতি বাস্তবায়নে কাজে লাগাবে। এই তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়াটা হবেঃ
   ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে তথ্য সুরক্ষার আইন প্রণয়নসহ আইনিভাবে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে;
   খ. পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও ব্যবহারে মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও নৈতিক মূলনীতি রক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত নৈতিকতা মেনে চলবে।
২. এই ধারা অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা এবং বর্তমান কনভেনশনে উল্লিখিত বাধ্যবাধকতাগুলো রাষ্ট্রপক্ষগুলোর বাস্তবায়ন মূল্যায়নে এবং নিজেদের অধিকার অনুশীলনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগুলো চিহ্নিত ও তা মোকাবিলায় ব্যবহার করা।
৩. এসব পরিসংখ্যান প্রচারের দায়িত্ব রাষ্ট্রপক্ষগুলোর এবং তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ অন্যদের এই তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

## ধারা-৩২
## আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১. বর্তমান কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবনে জাতীয় প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও তা জোরদার করার গুরুত্ব রাষ্ট্রপক্ষগুলো স্বীকার করে, এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলো যথাযথভাবে নিজেদের মধ্যে ও যথাযথভাবে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। এ ধরনের পদক্ষেপের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকতে পারেঃ
   ক. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুলভ হয়, তা নিশ্চিত করা;
   খ. তথ্য, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সেবা অনুশীলন বিনিময়সহ সামর্থ্য-গঠনের ব্যবস্থা ও সহায়তা করা;
   গ. গবেষণায় সহযোগিতা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা;
   ঘ. প্রযুক্তির বিনিময়ের মাধ্যমে সুলভ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রাপ্তি ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করাসহ যথাযথ, কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান।
২. বর্তমান কনভেনশনের সব বাধ্যবাধকতা মেনে রাষ্ট্রপক্ষকে এই ধারার বিধানগুলো পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।

## ধারা-৩৩
## জাতীয় বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ

১. বর্তমান কনভেনশনের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর জন্য রাষ্ট্রপক্ষগুলো সরকারের মধ্যে সংগঠন ব্যবস্থা অনুসারে এক বা একাধিক মূখ্য বিষয় নির্ধারণ করবে এবং বিভিন্ন খাত ও পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

২. বর্তমান কনভেনশন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ, রক্ষা ও প্রচারণায় রাষ্ট্রপক্ষগুলো তাদের আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ এক বা একাধিক স্বাধীন ব্যবস্থাসহ একটি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, জোরদার ও তা অব্যাহত রাখবে। এ ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার বা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষগুলো মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রচারণায় নিয়োজিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মূলনীতিগুলো আমলে নেবে।

৩. পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের পুরোপুরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

## ধারা-৩৪
## প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কমিটি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক একটি কমিটি (এখানে যা 'কমিটি' নামে অভিহিত করা হয়েছে) প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা এই নথিতে উল্লেখিত বিষয়গুলোর কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২. বর্তমান কনভেনশন বাস্তবায়নের প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে কমিটিতে ১২ জন বিশেষজ্ঞ থাকবেন। এই কনভেনশনে অতিরিক্ত ষাটটি অনুসমর্থন বা অভিগমনের পর কমিটির সদস্যপদ ছয়জন বাড়ানো হবে, যাতে সর্বোচ্চ ১৮ জন সদস্য থাকবে।

৩. কমিটির সদস্যরা নিজেদের ব্যক্তিগত সামর্থ অনুযায়ী কাজ করবেন এবং তাঁদের বর্তমান কনভেনশনের অধিক্ষেত্রে স্বীকৃত কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং উচ্চ নৈতিক মানদণ্ডসম্পন্ন হতে হবে। প্রার্থীদের মনোনয়নের সময় রাষ্ট্রপক্ষগুলো বর্তমান কনভেনশনের ধারা ৪-এর ৩নং বর্ণনাকে বিবেচনায় নেওয়ার আহ্বান জানাবে।

৪. কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপক্ষগুলো ভৌগলিক অবস্থানের সুষম বণ্টন, নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব এবং আইনি ব্যবস্থার মূলনীতি, সুষম লিঙ্গভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের বিষয়গুলো বিবেচনা করবে।

৫. কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করা হবে রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সম্মেলনে নিজের দেশের মনোনীত প্রার্থীর গোপন ভোটের মাধ্যমে। ওই সব বৈঠকে, যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ

রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে, কমিটির নির্বাচিত সদস্য তাঁরাই হবেন, যাঁরা বেশি সংখ্যক ভোট পাবেন এবং রাষ্ট্রপক্ষগুলোর ভোট ব্যবস্থায় প্রতিনিধিদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন।

৬. বর্তমান কনভেনশন কার্যকর হওয়ার সর্বোচ্চ ছয় মাসের মধ্যে প্রাথমিক নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। প্রতিটা নির্বাচনের অন্তত চার মাস আগে জাতিসংঘ মহাসচিব রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে চিঠি দিয়ে পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা উপস্থাপনের আহ্বান জানাবেন। এরপর মহাসচিব মনোনীত সব ব্যক্তির নামের অদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন, যাতে কোন রাষ্ট্র কাকে মনোনয়ন দিয়েছে তার উল্লেখ থাকবে। এরপর তালিকাটি বর্তমান কনভেনশনের রাষ্ট্রপক্ষগুলোর কাছে উপস্থাপন করবেন।

৭. চার বছর মেয়াদে কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। তাঁরা একবার পুনর্নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। যদিও প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত ছয় সদস্যের মেয়াদ শেষ হবে দুই বছর শেষ হওয়া মাত্র; এই ধারার ৫নং বর্ণনা অনুসারে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠকের চেয়ারপারসন এই ছয় সদস্যকে মনোনয়ন দেবেন।

৮. কমিটির বাকি ছয় সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়মিত নির্বাচনের ফাঁকে এই ধারার বিধানগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পন্ন করতে হবে।

৯. কমিটির কোনো সদস্য যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা পদত্যাগ করেন বা অন্য কোনো কারণে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে ঘোষণা দেন, তাহলে কাজ এগিয়ে নিতে ওই সদস্যকে মনোনয়ন দেওয়া রাষ্ট্রপক্ষ যোগ্য ও এই ধারার বর্ণনা অনুসারে অপর একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেবে।

১০. কমিটি নিজের কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে।

১১. বর্তমান কনভেনশন অনুসারে কমিটির কার্যকরভাবে কাজ করার সুবিধার্থে জাতিসংঘ মহাসচিব প্রয়োজনীয় কর্মী ও সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করবেন এবং এর প্রাথমিক বৈঠক পরিচালনা করবেন।

১২. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বর্তমান কনভেনশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যদের বেতন-ভাতা কমিটির দায়িত্বের গুরত্ব বিবেচনায় সাধারণ পরিষদের শর্তাবলী মেনে জাতিসংঘ নিজস্ব সম্পদ থেকে সরবরাহ করবে।

১৩. কনভেনশনে জাতিসংঘের বিশেষাধিকার ও দায়মুক্তির যে বিভাগটি রয়েছে, সেটি অনুসারে জাতিসংঘ মিশনের বিশেষজ্ঞদের মতোই কমিটির সদস্যরা সুযোগ-সুবিধা, বিশেষাধিকার ও দায়মুক্তি পাবেন।

## ধারা-৩৫
## রাষ্ট্রপক্ষের প্রতিবেদন

১. বর্তমান কনভেনশন কার্যকর হওয়ার দুই বছরের মধ্যে প্রতিটা রাষ্ট্রপক্ষ বর্তমান কনভেনশনের বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে নেওয়া পদক্ষেপগুলো এবং এ ব্যাপারে হওয়া অগ্রগতির বিষয়ে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন জাতিসংঘ মহাসচিবের মাধ্যমে কমিটির কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

২. এরপর রাষ্ট্রপক্ষগুলো পরবর্তী অন্তত প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর এবং কমিটির অনুরোধ সাপেক্ষে যে কোনো সময় প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।
৩. প্রতিবেদনের সূচিপত্রের (কন্টেন্ট) ব্যাপারে প্রয়োগযোগ্য নির্দেশনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে কমিটি।
৪. কমিটির কাছে সমন্বিত প্রতিবেদন জমা দেওয়া রাষ্ট্রপক্ষের পরবর্তী প্রতিবেদনে পূর্বের তথ্যগুলো সংযোজনের প্রয়োজন নেই। প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় রাষ্ট্রপক্ষগুলোর প্রতি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তা করার বিষয়ে এবং ধারা ৪-এ বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
৫. বর্তমান কনভেনশনের বাধ্যবাধকতাগুলো পুরোপুরি মেনে চলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ানো কঠিন পরিস্থিতি ও বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে।

## ধারা-৩৬
## প্রতিবেদন বিবেচনা

১. প্রতিটা প্রতিবেদন বিবেচনায় নিতে হবে কমিটিকে। প্রতিবেদনের ব্যাপারে কমিটি এমন পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ করবে, যা যথাযথ বলে বিবেচনা করা হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষকে সরবরাহ করা হবে। কমিটির কাছে যেকোনো তথ্যের ব্যাপারে সাড়া দিতে পারে রাষ্ট্রপক্ষ। বর্তমান কনভেনশন বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিটি রাষ্ট্রপক্ষগুলোর কাছ থেকে পরবর্তী তথ্য দিতে অনুরোধ করতে পারে।
২. কোনো রাষ্ট্রপক্ষ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা না দেয়, তাহলে কমিটি বর্তমান কনভেনশন বাস্তবায়নের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে ওই রাষ্ট্রপক্ষকে কমিটির কাছে থাকা নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন জমা দিতে আহ্বান জানাতে পারে, যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আহ্বান জানানোর তিন মাসের মধ্যে তা জমা না দেওয়া হয়। কমিটি এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষকে অংশ নিতে আহ্বান জানাবে। রাষ্ট্রপক্ষ যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন জমা দেয়, তাহলে এই ধারার ১নং বর্ণনাটি প্রয়োগ হবে।
৩. জাতিসংঘ মহাসচিব সব রাষ্ট্রপক্ষের কাছে প্রতিবেদনগুলো উন্মুক্ত করবেন।
৪. রাষ্ট্রপক্ষগুলো নিজ নিজ দেশে বৃহত্তর পরিসরে জনগণের কাছে প্রতিবেদনগুলো উন্মুক্ত করবে এবং এসব প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশগুলো জানার সুযোগ করে দেবে।
৫. কমিটি উপযুক্ত বিবেচনা করলে কারিগরি উপদেশ বা সহায়তার প্রয়োজনীয়তার অনুরোধ বা ইঙ্গিত চিহ্নিত করতে এসব অনুরোধ বা ইঙ্গিতের ব্যাপারে কমিটির নজরদারি ও সুপারিশের মধ্যে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, তহবিল ও কর্মসূচি এবং অন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রাষ্ট্রপক্ষের প্রতিবেদনগুলো হস্তান্তর করতে পারে।

## ধারা-৩৭
## রাষ্ট্রপক্ষ ও কমিটির মধ্যে সহযোগিতা

১. প্রতিটা রাষ্ট্রপক্ষ কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং এর সদস্যদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালনে সহায়তা দেবে।
২. রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান কনভেনশন বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাসহ জাতীয় সক্ষমতা জোরদার এবং উপায় বাতলে দেওয়ার বিষয়গুলো বিবেচনা করবে।

## ধারা-৩৮
## অন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কমিটির সম্পর্ক

বর্তমান কনভেনশন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের পথ প্রসারিত করতে এবং বর্তমান কনভেনশনের অধিক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে:

ক. বিশেষায়িত সংস্থা ও জাতিসংঘের অন্য অঙ্গগুলো বর্তমান কনভেনশনের এ ধরনের বিধানগুলো বাস্তবায়নের বিবেচনায় নিজেদের আওতার মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করবে। কমিটি যদি মনে করে তাহলে বিশেষায়িত সংস্থা ও অন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে নিজেদের আওতার মধ্যে কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেওয়ার আহ্বান জানাতে পারে। বিশেষায়িত সংস্থা ও জাতিসংঘের অন্য অঙ্গগুলোকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের আওতার মধ্যে কনভেনশন বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আহ্বান জানাতে পারে;
খ. কমিটি নিজের লক্ষ্য অর্জনে যথাযথভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির অধীন থাকা অন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ নির্দেশিকা, পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশগুলোর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং কাজের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি ও একের কাজের অধিক্ষেত্রে অন্যের কাজ করা এড়াতে আলোচনা করতে পারে।

## ধারা-৩৯
## কমিটির প্রতিবেদন

সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাছে নিজের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর প্রতিবেদন জমা দেবে কমিটি এবং রাষ্ট্রপক্ষগুলোর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ও প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ করবে। এ ধরনের পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত থাকবে এবং রাষ্ট্রপক্ষগুলোর তরফ থেকে কোনো মন্তব্য থাকলে, তাও সংযুক্ত করতে হবে।

## ধারা-৪০
## রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সম্মেলন

১. বর্তমান কনভেনশন বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপক্ষগুলো নিয়মিত সম্মেলনে মিলিত হবে।

২. বর্তমান কনভেনশন কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সম্মেলন আয়োজন করবেন। প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর কিংবা রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে জাতিসংঘ মহাসচিব পরবর্তী সম্মেলনগুলোর আয়োজন করবেন।

## ধারা-৪১
## তত্ত্বাবধায়ক

জাতিসংঘ মহাসচিব বর্তমান কনভেনশনের তত্ত্বাবধায়ক হবেন।

## ধারা-৪২
## স্বাক্ষর

বর্তমান কনভেনশন সব রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক জোট সংস্থাগুলোর স্বাক্ষরের জন্য নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২০০৭ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে।

## ধারা-৪৩
## বাধ্য থাকার সম্মতি

বর্তমান কনভেনশন স্বাক্ষর করা রাষ্ট্রগুলোয় অনুসমর্থিত এবং স্বাক্ষর করা আঞ্চলিক জোট সংস্থাগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হতে হবে। এই কনভেনশন যে কোনো রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক জোট সংগঠন, যারা স্বাক্ষর করেনি, তাদের অন্তর্ভূক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

## ধারা-৪৪
## আঞ্চলিক জোট সংস্থা

১. ‘আঞ্চলিক জোট সংস্থা’র অর্থ হলো একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর সংস্থা, যার সদস্য রাষ্ট্রগুলো বর্তমান কনভেনশনের আওতায় এসেছে। এ ধরনের সংস্থা নিজস্ব ধারায় বর্তমান কনভেনশনের আওতাধীন হওয়ার বা অভিগমনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে। এর পরপরই তারা তত্ত্বাবধায়ককে নিজেদের উপযোগিতার পরিসরের মধ্যে যেকোনো প্রকার পরিবর্তনের বিষয়ে অবহিত করবে।

২. বর্তমান কনভেনশনে উল্লিখিত ‘রাষ্ট্রপক্ষগুলো’ এ ধরনের সংস্থার উপযোগিতার সীমার মধ্যে পড়বে।

৩. বর্তমান কনভেনশনের ধারা ৪৫-এর বর্ণনা এবং ধারা ৪৭-এর ২ ও ৩নং বর্ণনার কারণে কোনো আঞ্চলিক জোট সংস্থার উপস্থাপনকৃত যেকোনো কিছু আমলযোগ্য হবে না।

৪. আঞ্চলিক জোট সংস্থার যতগুলো রাষ্ট্রপক্ষ বর্তমান কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে, রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সম্মেলনে নিজের আওতার মধ্যে তত সংখ্যক ভোট দেওয়ার অধিকার অনুশীলন করতে পারবে সংস্থাটি। তবে কোনো সংস্থার কোনো সদস্য রাষ্ট্র যদি নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, তাহলে সংস্থাটি ভোটাধিকার অনুশীলন করতে পারবে না। বিপরীতভাবেও একই বিষয় প্রযোজ্য।

## ধারা-৪৫
## কার্যকর হওয়া

১. বর্তমান কনভেনশন কার্যকর হবে বিশতম অনুসমর্থন বা যোগদানের ঘোষণা আসার পর ত্রিশতম দিনে।

২. বর্তমান কনভেনশন অনুসমর্থন করা, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা যোগদান করা প্রতিটা রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক জোট সংস্থার জন্য এ ধরনের বিশতম ঘোষণার পর নিজস্ব ঘোষণা দেওয়ার ত্রিশতম দিনে কার্যকর হবে।

## ধারা-৪৬
## সংরক্ষণ

১. এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য নয় এমন কোনো কিছু অনুমোদনযোগ্য নয়।

২. যেকোনো সময় সমর্থন প্রত্যাহার করা যাবে।

## ধারা-৪৭
## সংশোধন

১. যেকোনো রাষ্ট্রপক্ষই বর্তমান কনভেনশনের সংশোধনের প্রস্তাব জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে করতে পারে। মহাসচিব রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সঙ্গে প্রস্তাবিত সংশোধনীর ব্যাপারে যোগাযোগ করবেন এবং এই প্রস্তাব বিবেচনা ও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে রাষ্ট্রপক্ষগুলো সম্মেলনে বসবে কি না তা জানাতে অনুরোধ জানাবেন। এ ধরনের যোগাযোগের চার মাসের মধ্যে যদি অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্র সম্মেলনের ব্যাপারে সম্মতি জানায়, তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্মেলনের আয়োজন করবেন। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত যেকোনো সংশোধনী ও ভোট মহাসচিব অনুমোদনের জন্য ও সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করবেন।

২. এই ধারার ১নং বর্ণনা অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত যেকোনো প্রকার সংশোধনী কার্যকর হবে সংশোধনী গৃহীত হওয়ার তারিখের পর দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের অনুসমর্থন জমা পড়ার দিন থেকে ত্রিশতম দিনে কার্যকর হবে। এরপর যেকোনো রাষ্ট্রপক্ষ অনুসমর্থন দেওয়ার ত্রিশতম দিনে ওই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে সংশোধনীটি। এই সংশোধনী কেবল সেই সব সদস্য রাষ্টের জন্যই কার্যকর হবে, যারা তা গ্রহণ করবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এমন সিদ্ধান্ত যদি হয়, তাহলে আনা সংশোধনী এই ধারার ১নং বর্ণনা যা ধারা-৩৪, ৩৮, ৩৯ ও ৪০-এর সঙ্গে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট, তা অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদনের পর সংশোধনী গৃহীত হওয়ার তারিখের পর দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের অনুসমর্থন জমা পড়ার দিন থেকে ত্রিশতম দিনে সব রাষ্ট্রপক্ষের জন্য কার্যকর হবে।

### ধারা-৪৮
### সমালোচনা

যেকোনো রাষ্ট্র চাইলে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে বর্তমান কনভেনশনের লিখিতভাবে সমালোচনা করতে পারে। মহাসচিব জানার তারিখ থেকে এক বছরের মাথায় ওই সমালোচনা কার্যকর হবে।

### ধারা-৪৯
### সুলভ বিন্যাস

বর্তমান কনভেনশনের লিখিত ভাষা বোধগম্য ও সুলভ বিন্যাসের হতে হবে।

### ধারা-৫০
### নির্ভরযোগ্য ভাষা

বর্তমান কনভেনশনের আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্প্যানিশ ভাষার সংস্করণ সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের উপস্থিতিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রের অনুমোদন সাপেক্ষে নিজ নিজ সরকারের পক্ষে বর্তমান কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছেন।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র

ঢাকা, বাংলাদেশ